নয়া দিগন্ত

ঢাকা, বুধবার ১ বৈশাখ ১৪১৭, ১৪ এপ্রিল ২০১০

হজে যাওয়ার খরচ বাড়ল ১৬ হাজার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক

চলতি বছরের হজ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত প্যাকেজ অনুযায়ী এবার হজ করতে সর্বনিম্ন দুই লাখ ৩৬ হাজার ৬১৫ টাকা ■ *৮ম পৃ: ৬-এর কলামে*

হজে যাওয়ার খরচ বাড়ল ১৬ হাজার

শেষ পৃষ্ঠার পর

লাগবে, যা গত বছরের চেয়ে ১৬ হাজার ৬৫ টাকা বেশি। সরকারি ব্যবস্থাপনায় যারা হজ করবেন তাদের এই টাকা লাগবে। বেসরকারি এজেন্সিগুলো সরকারি প্যাকেজের কম টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারবে না। আগামী ২২ জুনের মধ্যে টাকা জমা দিতে হবে।

গতকাল সচিবালয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব কামাল উদ্দিন আহমদ এক সংবাদ সম্মেলনে চলতি বছরের হজ প্যাকেজ ঘোষণা করেন। সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে হজ প্যাকেজ ও পাঁচ বছর মেয়াদি হজনীতি অনুমোদন হয়।

ঘোষিত প্যাকেজে সরকারি ব্যবস্থাপনার হাজীদের জন্য সর্বমোট ব্যয় দুই লাখ ২৮ হাজার ৬১৫ টাকা দেখানো হয়েছে। তবে এখানে কোরবানির আট হাজার টাকা যোগ করা হয়নি। ফলে কোরবানির টাকাসহ এবার হজ পালনের জন্য মোট ব্যয় হবে দুই লাখ ৩৬ হাজার ৬১৫ টাকা।

বিগত কয়েক বছর কোরবানির টাকাসহ মোট ব্যয় ধরে হজ প্যাকেজ ঘোষণা করা হলেও এবার হঠাৎ কোরবানির টাকা হিসাবে ধরা হয়নি। গত বছর কোরবানির আট হাজার টাকাসহ মোট হজ ব্যয় ধরা হয়েছিল দুই লাখ ২০ হাজার ৫৫০ টাকা। গত বছর কোরবানি ও খাওয়া খরচ বাবদ ২৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল। এই টাকা হাজীদের হজ ক্যাম্পে ফেরত দেয়া হয়। হাজীরা সৌদি আরব গিয়ে নিজ দায়িত্ব খাওয়া ও কোরবানি করে থাকেন। এবার মোট হিসাবে এ খাতে ধরা হয়েছে ১৭ হাজার টাকা। কোরবানি বাবদ আট হাজার টাকা ধরা হয়নি। ফলে হজ ক্যাম্পে হাজীদের এই ১৭ হাজার টাকা ফেরত দেয়া হবে। পাশাপাশি হাজীদের কোরবানির জন্য অতিরিক্ত আট হাজার টাকা নিয়ে যেতে হবে। এবার হঠাৎ করে মোট হিসাব থেকে কোরবানির টাকা কেন বাদ দেয়া হলো প্রশ্ন করা হলে কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব।

গত বছরের মতো এবারো সরকারি ব্যবস্থাপনায় একটি প্যাকেজে হজযাত্রী পাঠানো হবে। তবে বেসরকারি এজেন্সিগুলো তাদের দেয় সুবিধা অনুযায়ী সর্বোচ্চ দু'টি প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারবে। তবে তাদের কোনো প্যাকেজ সরকার ঘোষিত প্যাকেজের কম হতে পারবে না।

এবার বিমান ভাড়া গত বছরের চেয়ে ৫০ ডলার বাড়িয়ে ১৪০০ ডলার করা হয়েছে। ফলে বিমান ভাড়া বাবদ বেড়েছে চার হাজার ১৫০ টাকা। অন্য দিকে বাড়ি ভাড়া ধরা হয়েছে ৮১ হাজার ৪০০ টাকা, যা গত বছরের চেয়ে ১২ হাজার ৯৫০ টাকা বেশি। এ ছাড়া মোয়াল্লেম ফি ও অন্যান্য খরচ অপরিবর্তিত রয়েছে। মক্কা ও মদিনায় বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি এবং প্রতিজনের জন্য স্পেস ৩.৫ বর্গ মিটারের পরিবর্তে চার বর্গ মিটার নির্ধারণ করার কারণে বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়। তবে তেলের দাম বৃদ্ধি না পাওয়া সত্ত্বেও বিমান ভাড়া কেন বাড়ানো হলো প্রশ্ন করা হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব বলেন, বিমান এই ভাড়ার প্রস্তাব দিয়েছে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হাজীরা ঢাকা শাহজালাল বিমানবন্দর ছাড়াও চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমানবন্দর হয়ে সৌদি আরব যেতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে তাদের অতিরিক্ত ১০০ মার্কিন ডলারের সম পরিমাণ টাকা প্রদান করতে হবে।

আগামী ৩০ এপ্রিলের মধ্যে এজেন্সিগুলোকে সরকারের সাথে হজচুক্তি করতে হবে। এই চুক্তির আগে হজ প্যাকেজ ঘোষণা করা যাবে না। এজেন্সিগুলোর দুই প্যাকেজের হাজীদের একই জায়গায় রাখা যাবে না। আর এবার ফেতরা অর্থাৎ হাজীদের ভিন্ন সময়ে দুই বাড়িতে রাখা যাবে না। একই বাড়িতে রাখতে হবে। হারাম শরিফ থেকে দুই কিলোমিটারের দূরে বাড়ি ভাড়া করলে অবশ্যই যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিমান আলোচনা সাপেক্ষে ফ্লাইট শিডিউল চূড়ান্ত করবে। হাজীদের সাথে নির্ধারিত ফরমে চুক্তি সম্পাদন করে তা হজ অফিসে জমা দিতে হবে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের (২০ শাওয়াল) মধ্যে এজেন্সিগুলোকে বাড়ি ভাড়া সম্পন্ন করতে হবে। আবেদন ফরম, চুক্তির ফরমসহ অন্যান্য ফরম হজ অফিস, ঢাকা থেকে সংগ্রহ করা যাবে। সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট থেকেও ডাউনলোড করা যাবে (www.hajj.gov.bd)।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এবার হজ ব্যবস্থাপনা তদারকির কাজ দেড় মাস আগ থেকে শুরু হবে। মৌসুমি হজ কর্মকর্তারা এই কাজ শুরু করবেন। হজ প্রশাসনিক দলও এবার হজ শুরুর অনেক আগে সৌদি আরব যাবেন। এবার প্রতি ৬০ জনের জন্য একজন করে গাইড পাঠানো হবে। সরকারি ব্যবস্থাপনার হাজীদের রাখার জন্য এবার আটটি বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। এ বাড়িগুলো হারাম শরিফ থেকে ৫০০ থেকে ১৬০০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত।

এক প্রশ্নের জবাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত ধর্ম সচিব বলেন, হজ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে হাবের সাথে সব ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গত বছর হজে অনিয়মের জন্য ১০৭টি এজেন্সি অভিযুক্ত হয়েছে। তাদের ব্যাপারে ইতোমধ্যেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। এর মধ্যে একটি এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে।

এ বছর বাংলাদেশ থেকে ৭৫ হাজার হজযাত্রী পাঠানোর ব্যাপারে সৌদি সরকারের সাথে চুক্তি হয়েছে। এর মধ্যে ১৫ হাজার সরকারি ও ৬০ হাজার বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালন করার কথা। বিমান ৪৫ হাজার এবং সৌদি এয়ার লাইন্স ৩০ হাজার হজযাত্রী পরিবহন করবে। গত বছর ৫৮ হাজার বাংলাদেশী হজ পালন করেন।